ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে অগ্রগতি সামান্য

CC 008

॥ আকরাম হোসেন খান ॥

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে অগ্রগতি হইয়াছে সামান্য। ডিগ্রী এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোন সম্প্রসারণ ঘটে নাই। দেশের ৭৪ ভাগ মানুষ আজও অক্ষর-জ্ঞানহীন। ২৭ ভাগ শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাহিরে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্যে ১৯৮৫ সনের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল-বয়সী এক কোটি ১৫ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই। ৩০ লক্ষ শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাহিরে। এই শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য বর্তমানের (৮৪-৮৫) সরকারী ও বেসরকারী মোট ৪৪ সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও আরও ৬ হাজার প্রাইমারী স্কুল প্রয়োজন।

এদিকে প্রতি বৎসর ২২ লক্ষ শিশু জন্মিতেছে। কিন্তু প্রাইমারী স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও তুলনামূলক ও আনুপাতিক হারে বাড়িতেছে না। বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত আট সহস্রাধিক প্রাইমারী স্কুল সরকারী মঞ্জুরী পাইতেছে না। মঞ্জুরীর অভাবেই স্কুলের সংখ্যা বাড়িতেছে না।

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষার লক্ষ্য

(১ম পৃঃ পর)

দ্বিতীয় পাঁচসালা কালে যে কয়েক শত স্কুল স্থাপিত বা চালু হইয়াছে, উহার নিরানব্বই ভাগই বেসরকারী। অপরদিকে কয়েক হাজার শিক্ষকের পদও খালি। শিক্ষকের অভাবে সহস্রাধিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

বর্তমান স্কুলগুলির সুষ্ঠু পরিদর্শন ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের কাজে সহযোগিতার জন্য ৪৭৬টি উপজেলার জন্য ২ হাজার সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের মোটর সাইকেল থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন করেন না। নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের অভাবে শিক্ষকগণও সময়মত ও নিয়মিত স্কুলে যান না বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। কোন কোন শিক্ষক গড়ে সপ্তাহে ৪ দিন ক্লাস করেন।

এদিকে ডিগ্রী পর্যায়ে এবং কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ে নাই। ১৯৮২-৮৩ সনে ডিগ্রী কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৫ জন। ১৯৮৪-৮৫ সনে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ লক্ষ ৬০ হাজারে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু কলেজের সংখ্যা ১টিও বাড়ে নাই। ৮২-৮৩ সনে কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৪৩টি। আর ৮৩-৮৪ ও ৮৪-৮৫ সনেও কলেজের সংখ্যা হইল ৩৪৫টি।

পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ছাত্র সংখ্যা সাড়ে ১১ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় সাড়ে ১২ হাজারে দাঁড়াইলেও ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা ১৭টিই রহিয়াছে।

ভকেশনাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্র সংখ্যা সাড়ে ৪ হাজার হইতে প্রায় ৫ হাজার হইলেও গত কয়েক বছরে ১টি প্রতিষ্ঠানও বাড়ে নাই। দেশে বর্তমান ভকেশনাল ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা মাত্র ৫৪টি।

অবশ্য দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার ছাত্র-সংখ্যা গত বছর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (জাতীয়) কর্মসূচীর আওতায় প্রথম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৭৫ লক্ষ সেট বই বিনামূল্যে বিতরণ এবং ৫ম শ্রেণীতে ১২ লক্ষ সেট বই অর্ধেক মূল্যে বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। যথাসময়ে এই সব বই বিতরণ করা হয় নাই। এমনকি কোন কোন শিক্ষা বর্ষের ৬/৮ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বই বিতরণ করা হইয়াছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীও এসব বিনামূল্যের বই পায় নাই। ফলে এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইয়াছে।

প্রতি বছর শিক্ষাখাতে সাড়ে পাঁচশত কোটি হইতে প্রায় সাতশত কোটি টাকা ব্যয় করা হইলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ বা দৈন্যদশা আজও ঘুচে নাই। উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজে ব্যাপক চুরিই ইহার জন্য দায়ী বলিয়া প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ। অবশ্য মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়। গত বছর শিক্ষা উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। চলতি বছরে (৮৫-৮৬) এই বরাদ্দের পরিমাণ হইল ১৬৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।